

বাগধারা

- অকাল কুশ্মাণ্ড (অপদার্থ)→ মতিনের মত এক অকাল কুশ্মাণ্ডকে এত বড় কাজের ভার দিতে চাই না।
- অমাবস্যার চাঁদ (অদর্শনীয় বস্তু)→ বুড়ো বয়সে ছেলে পেয়ে কলিম মন্ডল যেন অমাবস্যার চাঁদ হাতে পেলেন।
- অথৈ জলে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া)→ বিষয় সম্পত্তি সব হারিয়ে তিনি অথৈ জলে পড়লেন।
- অগাধ (গভীর) জলের মাছ (অতি চালাক)→ প্রমথবাবু অগাধ জলের মাছ; তার ফাঁকি বোঝা তোমার কাজ নয়।
- অহি-নকুল বা সাপে-নেউলে বা দা-কুমড়া সম্পর্ক (শত্রু সম্পর্ক)→ ভাইয়ে ভাইয়ে অহি-নকুল সম্পর্ক থাকা ভাল নয়।
- অন্ধের যষ্টি বা নড়ি (একমাত্র অবলম্বন)→ বিধবার অঞ্চলের নিধি, অন্ধের যষ্টি এ ছেলেটিকে কেড়ে নিওনা ঠাকুর।
- অন্ধা পাওয়া (মারা যাওয়া)→ মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে বৃদ্ধটি অন্ধা পেয়েছে।
- অর্ধচন্দ্র (গলাধাক্কা)→ দুষ্ট চাকরটিকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দিয়েছি।
- অগস্ত্য যাত্রা (চিরতরে যাত্রা)→ শিক্ষকের সাথে দুর্যবহার করে বড়লোকের ছেলেটি স্কুল থেকে অগস্ত্য যাত্রা করেছে।
- অরণ্যে রোদন (বৃথা-চেষ্টা)→ কৃপণের কাছে সাহায্য চাওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র।
- অকালবোধন (অসময়ে আবির্ভাব)→ চৈত্র মাসে তাল; এ যে অকালবোধন দেখছি।
- অন্ধকারে ঢিল মারা (আন্দাজে কোন কাজ করা)→ লেখাপড়া না করে পরীক্ষায় অন্ধকারে ঢিল মারলে কোন কাজ হবে না।
- অনুরোধে ঢেঁকি গেলা (অনুরোধে অসম্ভব কাজ করা)→ আমার বিবেকে আমি কাজ করি; পরের অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে রাজি নই।
- অগ্নি পরীক্ষা (কঠোর পরীক্ষা)→ প্রেমের অগ্নি পরীক্ষায় ওরা টিকে গেছে; বিয়ে ওদের সুনিশ্চিত।
- অগ্নিশর্মা (অতিশয় ক্রুদ্ধ)→ নীতিবান লোক অন্যায় দেখলে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন।
- আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা)→ গরিবের ছেলে কোটিপতি হতে চায়; এ যে আকাশ কুসুম ভাবনা।
- আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি হওয়া)→ তার ঔদ্ধত্য দেখে সবার একেবারে আক্কেল গুড়ুম।
- আক্কেল সেলামি (বোকামির দন্ড)→ বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ করে সে দুশ' টাকা আক্কেল সেলামি দিয়েছে।
- আকাশ ভঙ্গিয়া পড়া (মহাবিপদ উপস্থিত হওয়া)→ উপার্জনক্ষম একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে বৃদ্ধের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।
- আষাঢ়ে গল্প (অবিশ্বাস্য কাহিনী)→ তোমার আষাঢ়ে গল্প এখন বন্ধ কর।
- আগুন লাগা সংসার (ক্ষয়িষ্ণু সংসার)→ এ যে আগুন-লাগা সংসার, এর উন্নতি আর আশা করা যায় না।

আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক হওয়া)→ যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা করে অনেকেই আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

আলালের ঘরের দুলাল (আদুরে)→ আদর দিয়ে ছেলেকে আলালের ঘরের দুলাল করে তুললে তার ক্ষতিই হয়।

আঁতে ঘা লাগা (মনে কষ্ট পাওয়া)→ সত্য কথা বলাতে তার আঁতে ঘা লেগেছে।

আসরে নামা (আবিভূত হওয়া)→ অনেকক্ষণ মুখ বুজে থাকার পর তিনি আসরে নামলেন।

ইতর বিশেষ (ভেদাভেদ)→ ছোট-বড় কোন ইতর বিশেষ আমি পছন্দ করি না।

ইচঁড়ে পাকা (অকাল পক্ক)→ ছেলোটি কী ইচঁড়ে পাকা। কাপড় ধরেনি, অথচ, সিগারেট ধরেছে।

ঈদের চাঁদ (অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু)→ বহুদিন পরে হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে বিধবা মা যেন ঈদের চাঁদ হাতে পলে।

উড়নচন্ডী (অমিতব্যয়ী)→ বড়লোকের ছেলেরা প্রায়ই উড়নচন্ডী হয়।

উত্তম-মধ্যম (প্রহার) চোরটিকে সবাই উত্তম-মধ্যম দিয়ে বিদায় করল।

উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে (একের দোষ অন্যের উপর)→ দোষ করল মীরা, মার খেল হীরা; একেই বলে উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে।

উনপাঁজুরে (দুর্বল)→ এ উনপাঁজুরে মেয়েটির লতা নাম ঠিকই হয়েছে।

এক হাত লওয়া (জব্দ করা)→ বাগে পেলে তাকে এক হাত নিতে ছাড়বো না।

একচোখা (পক্ষপাতিত্ব)→ কোন বিচার কার্যে একচোখা হওয়া উচিত নয়।

এক মাঘে শীত যায় না (একবারে বিপদ শেষ হয় না)→ টাকা ধার নিয়ে আত্মগোপন করেছে; কিন্তু এক মাঘে শীত যায় না, এ তার জানা উচিত।

একাদশে বৃহস্পতি (সুসময়)→ করিম সাহেবের এখন একাদশে বৃহস্পতি; ধুলো ধরলে সোনা হয়।

ওষুধে ধরা (প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া)→ পরিচালক আপনার বুদ্ধি নিয়েছে; এবার ওষুধে ধরেছে।

ওজন বুঝে চলা (আত্মসম্মান বজায় রাখা)→ নিজের ওজন বুঝে না চললে অপমানিত হতে হয়।

কই মাছের প্রাণ (যে সহজে মরে না)→ বুড়ো লোকটির কই মাছের প্রাণ; এত অসুখেও মরছে না।

কাষ্ঠ হাসি (কপট হাসি)→ ভদ্রতার খাতিরে কেবল সে কাষ্ঠ হাসি হাসল।

কপাল ফেরা (অবস্থা ভাল হওয়া)→ লটারিতে দুই লাখ টাকা পেয়ে তার কপাল ফিরছে।

কান ভারি করা (কুপরামর্শ দেওয়া)→ সে নানা কথা বলে আমার বিরুদ্ধে বড় সাহেবের কান ভারি করে তুলেছে।

কলুর বলদ (পরোধীন)→ চোখে ঠুলি দেওয়া কলুর বলদের মত আমরা দিনরাত কেবল সংসারের ঘাটি টেনেই চলছি।

কেঁচে গভুষ করা (পুনরায় আরম্ভ করা)→ ছোট ভাইকে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে আবার কেঁচে গভুষ করতে হচ্ছে।

কংস মামা (নির্মম আত্মীয়)→ আত্মীয়রা সব যে কংস মামার দল; বিপদে এগিয়ে আসবে না কেউ।

ক-অক্ষর গোমাংস (বর্ণ পরিচয়হীন)→ এমন জ্ঞানী লোকের ছেলে কিনা ক-অক্ষর গোমাংস।

কাক-ভূষন্ডী (দীর্ঘায়ু ব্যক্তি)→ এ কাক-ভূষন্ডী লোকটার কই মাছের প্রাণ; কত মাঘের শীত গেল, তবু সে মরল না।

কাঠালের আমসত্ত্ব বা সোনার পাথরবাটি (অসম্ভব বস্তু)→ শক্তির যুগে নিরস্ত্রীকরণ; এ যেন কাঁঠালের আমসত্ত্ব কিংবা সোনার পাথরবাটি।

কূপমন্ডুক (সীমাবদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন)→ জ্বীলোকটি কূপমন্ডুক হলেও অতি শান্ত ও মিষ্টভাষিণী।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা (শত্রু দিয়ে শত্রু নাশ)→ ডাকাত লাগিয়ে ডাকাত ধরেছি; মানে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছি।

কত ধানে কত চাল (ঠিকঠাক হিসাব)→ বাবার উপর খাও; তাইতো বোঝো না কত ধানে কত চাল।

কাঠের পুতুল (নির্বাক, অসার)→ কাঠের পুতুলের মত বসে আছ কেন? কাজে মন লাগাও।

কচুবনের কালাচাঁদ (অপদার্থ)→ খাবে আর ফুঁর্তি করবে; লেখাপড়ার বালাই নেই, পোশাকে পরিপাটি; এ যে কচুবনের কালাচাঁদ।

খয়ের খাঁ (তোষামুদকারী)→ বড় লোকের খয়ের খাঁর অভাব নেই।

খাল কেটে কুমির আনা (বিপদ ডেকে আনা)→ আমার একা ব্যবসায়ে তাকে অংশীদার করে খাল কেটে কুমির এনেছি।

গলগ্রহ (পরের বোঝা হয়ে থাকা)→ কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না।

গোকুলের ষাঁড় (স্বেচ্ছাচারী)→ খায় দায় আর ঘুরে বেড়ায়; ছেলেটি যেন গোকুলের ষাঁড়।

গোঁয়ার গোবিন্দ (কান্ডজ্ঞানহীন)→ সলিম মোল-বর ছেলেটি একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দ; ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই।

গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য)→ আমার উপর চিরদিন খাবে, সে আশা গুড়ে বালি।

গোঁফ-খেজুরে (অলস) -তার মত গোঁফ-খেজুরের জীবন আবার স্বাচ্ছন্দ্য।

গৌরচন্দ্রিকা (ভণিতা)→ গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে আসল কথা বল।

গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ)→ গড্ডলিকা প্রবাহে জীবন ভাসিয়ে দিলে উন্নতির আশা গুড়ে বালি।

গোবরে পদ্মফুল (অস্থানে ভাল জিনিস)→ দুঃখিনী বিধবার সুন্দরী মেয়ে; এ যে গোবরে পদ্মফুল।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা (যার ধনে তার তুষ্টি সাধন)→ নজরুল জয়ন্তীতে নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করলাম।

ঘোড়ার ঘাস কাটা (বাজে কাজ করা)→ চাল নেই, চুলো নেই, দুপয়সার সঞ্চয় নেই; সারা জীবন ঘোড়ার ঘাস কেটেছে।

ঘোড়ার ডিম (অবাস্তব বস্তু)→ সারা বছর লেখাপড়া নেই, পরীক্ষায় পাবে ঘোড়ার ডিম।

ঘোড়া রোগ (বাতিক)→ ভাত নেই, কাপড় নেই, তার আবার সিনেমা দেখার শখ; গরিবের এ ঘোড়া রোগ কেন?

ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া (উপরওয়ালাকে টপকাইয়া স্বার্থ উদ্ধার করা)→ প্রমোশন চাও, বড় সাহেবকে ধরো; ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার চেষ্টা করো না।

ঘটিরাম (অপদার্থ)→ কপাল ভাল থাকলে ঘটিরামদেরও ভাল চাকরির অভাব হয় না।

চুনকালি দেওয়া (কলঙ্ক দেওয়া)→ কুলাঙ্গার ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিয়েছে।

চোখের চামড়া (লজ্জা)→ চোখের চামড়া থাকলে যার তার কাছে টাকা ধার চাইতে পারতে না।

চিনির বলদ (ভারবাহী, ফলভোগী নয়)→ ক্যাশিয়ার হান্নান মিয়া রোজ লাখ টাকা গুণেন ; কিন্তু সবই ব্যাঙ্কের টাকা।

তিনি কেবল চিনির বলদ।

চোখের বালি (অপ্রিয়)→ সাধারণের কল্যাণ চাই বলে সমাজে আমরা চোখের বালি।

চশমখোর (চক্ষুলজ্জাহীন)→ বন্ধুটি আমার চশমখোর; তুচ্ছ জিনিসটার সে দাম কেটে নিতে পারলো।

চোরাবালি (প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ)→ লোভের চোরাবালিতে পড়ে জীবনটা মাটি করো না।

চোখে সর্ষে ফুল দেখা (বিপন্ন অবস্থায় কি করবে বুঝতে না পারা)→ অনেকগুলো বিপদ একই সঙ্গে আসতে লোকটি চোখে সর্ষে ফুল দেখছে।

ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা (বৃথা চেষ্টা) -কুসংসর্গে পড়ে সব হারিয়েছ, এখন জীবনটাকে গুছাতে চাও। এ যে ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা।

ছাইচাপা আগুন (সুপ্ত প্রতিভা)→ ছেলেটা ছাইচাপা আগুন, জীবনে সে জয়ী হবে।

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (অকাজের জন্য অপদার্থের নিয়োগ)→ রমেশ ছাড়া এ নোংরা এঁটো কুড়াবে কে ? ছাই ফেলতে যে ভাঙা কুলোর প্রয়োজন।

ছেলের হাতের মোয়া (অতি সামান্য বস্তু)→ সাহিত্য ছেলের হাতের মোয়া কিংবা গুরু হাতের বেত নয়।

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ (অল্প লাভে দুর্নাম কেনা)→ ওর মত এ অনাথকে মারা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা মাত্র।

ছক্কা পাঞ্জা করা (বড় বড় কথা বলা)→ বিদ্যা নেই, অথচ ছক্কা পাঞ্জা করে; একেই বলে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

ছকড়া নকড়া (সস্তা)→ বিপদে পড়ে রামবাবু নেহায়েৎ ছকড়া নকড়ায় জমিটা বিক্রি করে দিলেন।

জগদল পাথর (গুরুভার)→ ঋণের জগদল পাথরে সে চোখে সর্ষে ফুল দেখছে।

ঝাঁকের কই (একই দলভুক্ত)→ ওরা সবাই ঝাঁকের কই; একই উদ্দেশ্য নিয়ে চলে।

ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ গ্রহণ করা)→ চালাক ব্যবসায়ীরা ঝোপ বুঝে কোপ মেরেই তো রাতারাতি টাকার কুমির।

টনক নড়া (সজাগ হওয়া)→ এতোদিন বিনা দ্বিধায় জলের মত টাকা খরচ করেছে; বাবার মৃত্যুর পর সংসারের চাপ পড়াতে এখন তার টনক নড়েছে।

টাকার গরম (ধনের অহংকার)→ টাকার গরমে মতিবাবুর মাটিতে পা পড়ে না।

টাইটুমুর (ভরপুর)→ অতি বৃষ্টিতে খাল-বিল জলে টাইটুমুর হয়ে আছে।

টক্কর দেওয়া (পাল-ব দেওয়া)→ বড় কর্তার সাথে টক্কর দেওয়া ওর মতো মাছিমাঝি কেরানির কাজ নয়।

টাকার কুমির (প্রচুর অর্থের মালিক)→ যুদ্ধের বাজারে চোরাকারবার করে সে এখন টাকার কুমির।

ঠোঁটকাটা (স্পষ্টভাষী)→ নেহাৎ ঠোঁটকাটা লোক বলে তিনি অন্যায় সহ্য করতে পারেননি; মুখের উপর সোজা জবাব দিয়ে দিয়েছেন।

ঠেলার নাম বাবাজি (চাপে পড়িয়া কাবু হওয়া)→ এতদিন তো আমার কথা শোননি, এখন মজা বোঝো। একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি।

ঠুঁটো জগন্নাথ (অকর্মণ্য ব্যক্তি)→ ওর মতো ঠুঁটো জগন্নাথের হাতে আমি আমার মেয়ে তুলে দেবো ?

ডান হাতের ব্যাপার (খাওয়া)→ কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে, ডান হাতের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে নাও।

ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু)→ কিরে শহীদ, তুই যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলি; তোকে আজকাল দেখাই যায় না।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কাজ করা)→ বাইরে সে ভাল মানুষ; আসলে কিন্তু ডুবে ডুবে জল খাওয়াতে সে ওস্তাদ।

ডামাডোল (গোলযোগ)→ যুদ্ধের ডামাডোলে অনেকেই বাড়িঘর করে নিয়েছে।

ঢাকঢাক গুড়গুড় (লুকোচুরি)→ তার ঢাকঢাক গুড়গুড় স্বভাব কিন্তু আমি পছন্দ করি না।

ঢাকের কাঠি (তোষামুদে)→ বড় লোকের ঢাকের কাঠির অভাব নেই আজকাল।

টি টি পড়া (কলঙ্ক)→ মেয়েটার চরিত্রহীনতায় সর্বত্র টি টি পড়ে গেল।

টিমে তেতালা (মস্তুর গতি, কুঁড়ে)→ এমন টিমে তেতালায় এগুলো আরো দুবছরে কাজ শেষ করতে পারবে না।

তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী)→ ধন জন যৌবন সব তাসের ঘর; এই আছে, এই নাই।

তীর্থের কাক (প্রতীক্ষারত)→ এম,এ পাশ করে ছেলে সংসার চালাবে; তার পথ চেয়ে সারা পরিবার তীর্থের কাকের মত বসে আছে।

তুষের আগুন (নিরন্তর দহনকারী)→ পুত্রশোকে বিধবার বুকে তুষের আগুন জ্বলছে।

তুলসী বনের বাঘ (ভদ্দ)→ সাধুর মত দেখালেও লোকটা আসলে তুলসী বনের বাঘ।

তালকানা (কান্ডজ্ঞানহীন)→ ওর মতো তালকানা ছেলে নিয়েও বাবা-মায়ের কত গর্ব।

দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠতা)→ বড় বাবুর সাথে তার খুব দহরম মহরম।

দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু)→ টাকা ফুরিয়ে গেলে দুধের মাছি সব উড়ে যাবে।

নেই-আঁকড়া (নাছোড় বান্দা)→ ধন্য নেই-আঁকড়া ছেলে। কিছুতেই সঙ্গ ছাড়বে না তো।

দাঁও মারা (মোটা লাভ করা)→ হঠাৎ লবণের দাম বেড়ে যাওয়াতে ব্যাপারীরা এক দাঁও মেরেছে।

ধামাধরা (তোষামুদে)→ বড় লোকের ধামাধরার অভাব হয় না।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (অত্যন্ত ধার্মিক)→ লোকটা সারাজীবন চুরি করে শেষ বয়সে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেজেছে।

ননির পুতুল (শ্রম-বিমুখ)→ ওর মত ননির পুতুল দিয়ে কোন কাজ হবে না।

নয়ছয় (বিশৃঙ্খল)→ টেবিলের উপর বইগুলো নয়ছয় করে রেখেছ কেন ?

নয়নের তারা (প্রিয়)→ বিধবার একমাত্র ছেলেটি তার নয়নের তারা।

পটল তোলা (মারা যাওয়া)→ সংসারটা সবদিক দিয়ে গুছিয়ে দেবার পর ঠিক সময়ে পটল বাবু পটল তুললেন।

পুকুর চুরি (বড় রকমের চুরি)→ জমিদারের অনুপস্থিতিতে নায়েব পুকুর চুরি শুরু করেছে।

পোয়াবারো (আশাতীত সৌভাগ্য)→ মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন; দুছেলে এম,এ পাশ করেছে;& এখন তো আপনার পোয়াবারো।

পুঁটি মাছের প্রাণ (ক্ষুদ্র প্রাণ)→ তার যে পুঁটি মাছের প্রাণ; তাই তো এমনি এক মহৎ কাজের জন্য মাত্র পাঁচ টাকা চাঁদা সে দিতে পেরেছে।

পাকা ধানে মই (বিপুল ক্ষতি করা)→ আমি তো তার বাড়া ভাতে ছাই দেইনি যে; সে আমার পাকা ধানে মই দেবে।

পাথরে পাঁচকিল (প্রবল সৌভাগ্য)→ খান সাহেবের দুই ছেলে ডাক্তার, এক ছেলে ব্যারিস্টার; এখন তো তাঁর পাথরে চকিল।

পায়াভারি (অহঙ্কারী)→ পুরস্কার পেয়ে সে পায়াভারি হয়েছে; মাটিতে এখন তার পা পড়ে না।

পগার পার (পলায়ন করা)→ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চোর পগার পার।

ফফর দালালি (অহেতুক মাতববরি)→ তোমাকে ডেকেছে কে, তুমি যে বড় ফফর দালালি করতে এসেছ ?

বিদুরের খুদ (শ্রদ্ধার সামান্য উপহার)→ গরিবের ঘরে আমার এ বিদুরের খুদ দিয়ে আপনাদের হয়ত সন্তুষ্ট করতে পারবো না।

বিড়াল তপস্বী (বকধার্মিক)→ ক্ষমতার লোভে রাজনীতি করে স্বার্থের খাতিরে জনদরদ দেখায়; আসলে সবাই বিড়াল তপস্বী।

বাপের ঠাকুর (শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি-শে-যার্থে)→ কী আমার বাপের ঠাকুর হয়েছেন যে; সর্বদা আমার উপর তস্বি করবেন।

বুক দিয়ে পড়া (আপ্রাণ সাহায্য করা)→ পরের বিপদে এমন করে বুক দিয়ে পড়তে তাঁর মত আর কেউ নেই।

ফোড়ন দেওয়া (খোঁচা দেওয়া)→ আমার কথার মাঝে ফোড়ন দিও না।

বাগে পাওয়া (আওতায় পাওয়া)→ বাগে পেলে বেটাকে দেখে নেব।

বালির বাঁধ (ক্ষণস্থায়ী)→ বড়র পিরীত বালির বাঁধ; ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।

ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ব্যাপার)→ কাঞ্চন সর্দার সাত বছর কাটিয়েছে জেলে, ওকে দেখাও জেলের ভয়। ব্যাঙের আবার সর্দি।

ব্যাঙের আধুলি (অতি সামান্য ধন)→ বেটা ছোট লোক; ব্যাঙের আধুলির গর্বে কারো মান-ইজ্জত রাখল না।

বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘুষ)→ বাঁহাতের ব্যাপারে নেহাৎ ওস্তাদ না হলে সামান্য বেতনে দুবছরে কেউ এমনি দালান করতে পারে?

বিসমিল-বয় গলদ (গোড়ায় গলদ)→ অঙ্ক করবে কি, তুমি তো যোগ-বিয়োগও বোঝো না। তোমার যে বিসমিল-বয় গলদ।

বাঘের মাসি (নির্ভীক)→ এ মেয়েত মেয়ে নয়; এ যে বাঘের মাসি।

বসন্তের কোকিল (সুসময়ের বন্ধু)→ সুসময়ে বসন্তের কোকিলের অভাব হয় না।

বাঘের দুধ (দুষ্প্রাপ্য বস্তু)→ টাকায় বাঘের দুধ মেলে।

বুদ্ধির ঢেঁকি (বোকা)→ হুকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।

বিড়ালের আড়াই পা (বেহায়পনা)→ তাকে বলে লাভ নেই ; তার যে বিড়ালের আড়াই পা।

ভরাডুবি (সর্বনাম)→ মামলায় হেরে গিয়ে রহিম মন্ডলের ভরাডুবি হয়েছে।

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ (অপরিমিত অপব্যয়)→ পরের টাকায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ অনেকেই করে।

ভস্মে ঘি ঢালা (অপাত্রে দান)→ ওই বকাটে ছেলেকে উপদেশ দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

ভিজা বিড়াল (কপটচারী)→ সে তো একটা ভিজা বিড়াল; বাইরে শান্ত চেহারা পেটে কিন্তু কুবুদ্ধি।

ভূষন্ডীর কাক (দীর্ঘায়ু ব্যক্তি)→ এই ভূষন্ডীর কাক বুড়িটা আর কতদিন জ্বালাবে কে জানে।

ভিটায় ঘুঘু চরান (সর্বনাশ করা)→ অপেক্ষা কর বেটা; তোর ভিটায় ঘুঘু না চরিয়ে আমি ছাড়ছি না।

ভুঁইফোঁড় (অবচীন)→ কোন এক ভুঁইফোঁড় সমালোচক রবীন্দ্রকাব্যে সর্বজনীনতার অভাব আবিষ্কার করেছে।

ভূতের বেগার খাটা (বৃথা পরিশ্রম করা)→ সারা জীবন কেবল ভূতের বেগারই খাটলে; লাভ কিছুতেই করতে পারলে না।

মাছের মা (নির্মম)→ পরপর তিনটি ছেলে মারা গেল, বিধবার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা পানি পড়ল না। একেই বলে মাছের মার আবার পুত্রশোক।

মাটির মানুষ (সরল প্রাণ)→ আমির মোল-v একেবারে মাটির মানুষ; সবাই তাঁকে ভালবাসে।

মগের মূল-yক (অরাজকতা)→ একি মগের মূল-yক পেয়েছ যে, পাঁ টাকার জিনিস পঁচিশ টাকায় নেবে।

মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ, এমন লোকের আপাত-মধুর কথা)→ তার কথাগুলো মিছরির ছুরির মত বুকে বিধে।

মাছিমারা কেরানি (যে লোক নিবোধের মত কাজ করে চলে)→ মাথামুন্ড কিছু বোঝে না, বসে বসে কেবল নকল করে। সে যে এক মাছিমারা কেরানি।

মাকাল ফল (অন্তঃসারশূন্য)→ পোশাকে পরিপাটি হলে কি হবে, ভেতরে সে মস্তবড় এক মাকাল ফল।

মানিকজোড় (পরম বন্ধুত্ব)→ মিতা ও রীতা যেন মানিকজোড়; কেউ কাউকে ছাড়া চলতে পারে না।

মাকাতার আমল (পুরানো আমল)→ এখন ট্রাস্টরের যুগ; মাকাতার আমলের হাল-গরু দিয়ে জমি চাষ করলে চলবে কেন ?

মনিকাঞ্চন যোগ (শুভ মিল)→ শান্তিকামী দেশের সহিত শান্তিকামী দেশের বন্ধুতা মনিকাঞ্চন যোগ।

মশা মারতে কামান দাগা (সামান্য কাজে বিরাট আয়োজন)→ ওই বাউন্ডেলে শান্তি দিতে পুলিশ ডাকবেন; এত মশা মারতে কামান দাগা।

মুখে ফুলচন্দন পড়া (সুসংবাদের জন্য ধন্যবাদ)→ আমার পাশের খবর এনেছ; তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

মাঠে মারা যাওয়া (ব্যর্থ হওয়া)→ সব ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত মাঠে মারা গেল।

ম্যাও ধরা (ঝামেলা পোহানো)→ সবাই ফাঁকে ফাঁকে চলে; ম্যাও ধরার কেউ নেই।

যমের অরুচি (সহজে মরে না যে)→ এই বৃদ্ধার প্রতি যমের ও অরুচি।

যক্ষের ধন (কৃপণের ধন)→ আজীবন যক্ষের ধনের মত সমস্ত ধনসম্পত্তি আগলিয়ে রেখে কী লাভ।

রাঘব বোয়াল (বড় লোভী)→ ধনীরা প্রায়ই রাঘব বোয়াল; অনেক আছে, আরো চায়।

রাবণের চিতা (চির অশান্তি)→ পুত্রশোকে বিধবার মনে রাবণের চিতা জ্বলে; সে আর নেভে না।

রাশভারি (গম্ভীর প্রকৃতির)→ রহমান সাহেব বড় রাশভারি লোক।

রগচটা (একটুকুতেই রাগে যে)→ তার মত রগচটা মেয়ে আর দেখিনি।

রক্তের টান (স্বজনপ্ৰীতি)→ ভাইয়ের ভাইয়ে বিভেদ থাকে না; শত হলেও রক্তের টান।

রাজ ষোটক (চমৎকার মিল)→ যেমন বর তেমন কনে; রাজ ষোটক পেয়েছে ভাই।

লেফাফা দুরস্ত (বাইরের ফিটফাট)→ লোকটার বাইরের লেফাফা দুরস্ত, ভেতরে দুরবস্থার শেষ নেই।

লক্ষ্মীর বরযাত্রী (সুসময়ের বন্ধু)→ পয়সা থাকলে লক্ষ্মীর বরযাত্রীরা এসে ভিড় করে।

লালবাতি জ্বালান (ধ্বংস হওয়া)→ অল্প দিনেই ব্যবসায়ে সে লালবাতি জ্বালিয়েছে।

শাঁখের করাত (উভয় সঙ্কট)→ হ্যাঁ বললেও সম্ভুষ্ট নয়, 'না' বললেও বিপদ; এ যেন শাঁখের করাত।

শকুনি মামা (কুচক্রী লোক)→ ওই শকুনি মামার সঙ্গ ছাড়; নতুবা গোল-বয় যাবে।

শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ)→ আমার এখন শিরে সংক্রান্তি, ভাই অত সব চিন্তার সময় নেই।

শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া (লোকের কুদৃষ্টি এড়ানো)→ শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তার তিন ছেলে ও এক মেয়ে বিলাত-ফেরত।

শাপে বর (অকল্যাণ থেকে কল্যাণ)→ কলেজে চাকরি না হয়ে আমার শাপে বর হয়েছে; কলেজটি নাকি উঠে যাবে।

শরতের শিশির (সুসময়ের বন্ধু)→ টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেলে সব শরতের শিশির উবে যায়।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (গুরুতর কলঙ্ক সহজে ঢাকা)→ যা করেছে সবাই জানে; সে এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে।

শিবরাত্রির সলতে (একমাত্র সন্তান)→ অন্ধের যষ্টি, শিবরাত্রির সলতেটির মৃত্যুতে বিধবা চোখে সর্বের ফুল দেখছে।

ষাঁড়ের গোবর (অপদার্থ)→ করিমের মত ষাঁড়ের গোবরের জীবনে উন্নতি অসম্ভব।

ষোল কলা (সম্পূর্ণ)→ পুত্র পিতার সমস্ত গুণ ষোল কলায় পেয়েছে।

ষোল কড়াই কানা (সব নষ্ট)→ তার সংসারে এখন ষোল কড়াই কানা।

সোনায় সোহাগা (সুন্দর মিল)→ ব্যারিস্টার স্বামী, প্রফেসর স্ত্রী; এ যেন সোনায় সোহাগা।

সুখের পায়রা (সুসময়ের বন্ধু)→ আমার বিপদের সময় সুখের পায়রাদের দেখতে পাই নি।

সাক্ষী গোপাল (ব্যক্তিত্বহীন লোক)→ বেণি বাবু সাক্ষী গোপাল মাত্র, সাংসারিক বিষয়ে তাঁর ছেলেরাই এখন সর্বসর্বা।

সাত খুন মাপ (গুরুতর অপরাধেও অব্যাহতি)→ মন্ত্রীর ছেলে বলেই তোমার সাত খুন মাপ হবে, সে যুগ চলে গেছে।

সাপের পাঁচ পা দেখা (অহঙ্কারে অন্ধ হওয়া)→ আজকাল যে তোমার নজরেই পড়ে না; বড় চাকরি পেয়ে কি সাপের পাঁচ পা দেখছ।

সাপে-নেউলে (অহি নকুল বা দা-কুমড়া বা শত্রুভাব)→ বাবার মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে এখন সাপে-নেউলে সম্পর্ক।

স্বখাত সলিল (নিজে বিপদ ডেকে আনা)→ রাতারাতি বড় লোক হওয়ার লোভে চোরাকারবার শুরু করেছিলো; ধরা পড়ে হাতে-পায়ে পুলিশের বেড়ি পড়েচে। সেতো স্বখাত সলিলেই ডুবে মরলো।

সাত সতেরো (নানাবিধ)→ হাতে এক পয়সাও নেই; বসে সাত সতেরো ভাবছি; বাজার হবে কি দিয়ে।

সরফরাজি চাল (বাইরে মিত্র ভাব)→ হামিদ মিয়ার মত কপট লোকের সরফরাজি চালে আমি বিশ্বাস করি না।

সোনার পাথর বাটি (অসম্ভব বস্তু)→ তোমার প্রস্তাবটি সোনার পাথর বাটির মত মনে হয়।

সরিষার ফুল দেখা (অন্ধকার দেখা)→ বিপদে পড়ে লোকটা চোখে সরিষার ফুল দেখতে লাগল।

হ-য-ব-র-ল (বিশৃংখলা)→ টেবিলের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে পারো নি; সব যে হ-য-ব-র-ল করে রেখেছ।

হালে পানি পাওয়া (আশার আলো দেখা)→ দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে সে হালে পানি পেয়েছে।

হাতটান (চুরির অভ্যাস)→ হাতটান আছে বলে চাকরটাকে বিদায় করে দিয়েছি।

হাড়-হাভাতে (হাড়-জ্বালানো)→ অমন হাড়-হাভাতে ছেলে যার, তার কপালে কি আর সুখ আছে ?

হাতির খোরাক (অধিক আহার)→ এমরানের আহারের পরিমাণ দেখে মতিন বললো, “এ হাতির খোরাক যোগাতে গেলে আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে।”

হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল)→ এ টাকাটিই আমার হাতের পাঁচ।

হাড়ে বাতাস লাগা (হাড় জুড়ানো, শাস্তি পাওয়া)→ রমেশের মৃত্যুতে গ্রামশুদ্ধ লোকের হাড়ে বাতাস লেগেছে।

হালে পানি পাওয়া (সক্ষম হওয়া)→ বিয়ের খরচ, বুঝলে ? লাখ টাকায় হালে পানি পাবে না।

হাতে জল না গলা (অতি কৃপণ)→ করিম শেখের হাতে জল গলে না; তার কাছে সাহায্য চাওয়া বৃথা।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (সুযোগ হেলায় হারান)→ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে সে এখন কপালে হাত দিয়েছে।

হাত ঝাড়া দিলে পর্বত (ধনাধিক্য)→ দয়া কর বাবা, তোমার তো হাত ঝাড়া দিলেই পর্বত।

হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপনীতা প্রকাশ করা)→ আমাকে ফ্লেপিও না; হাটে কিন্তু হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব।

গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা

অকুল পাথারে ভাসা → (সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়া)

অকূলে কূল পাওয়া → (চরম বিপদের মধ্যে আশার সন্ধান পাওয়া)

অষ্টরম্ভা → (ফাঁকি , শূন্য)

অকর্মার ধাড়ী → (অত্যন্ত অলস ব্যক্তি)

অগ্নিমূল্য → (অত্যন্ত দুর্মূল্য)

অঘটন ঘটন পটিয়সী → (অসাধ্য সাধনে পটু)

অচলায়তন → (গতানুগতিক রীতিপদ্ধতিতে প্রগতিহীন প্রতিষ্ঠান)
অন্ধকার দেখা → (বিপদে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়া)
অশ্বাভিষেক → (অসম্ভব বস্তু)
আমড়াগাছি করা → (প্রতারণাপূর্ণ তোষামোদ)
আঠার মাসে বছর → (কুঁড়ে)
আঁধার ঘরের মানিক → (প্রিয়জন)
আস্তাকুঁড়ের পাতা → (হীন ব্যক্তি)
আকাশ থেকে পড়া → (না জানার ভান করে বিস্মিত হওয়া)
আমড়া কাঠের ঢেঁকি → (অপদার্থ)
আদাজল খেয়ে লাগা → (উঠে পড়ে লাগা)
আকাশ পাতাল ভাবা → (উদ্দেশ্যবিহীন চিন্তা)
আকাশের চাঁদ চাওয়া → (নাগালের বাইরের কিছু আকাঙ্ক্ষা করা)
আদায়-কাঁচকলায় → (দা-কুমড়ো বা সাপে-নেউলে)
আপন ঢাক আপনি বাজানো → (আত্মপ্রচার করা)
আরশির মুখে পড়শিকে দেখা → (নিজে যেমন, অন্যকেও তেমনি ভাবা)
উঁচু কপাল → (সৌভাগ্যশালী)
উঁচু কপালী → (অলক্ষুণা)
উচ্ছের ঝাড় → (খারাপ বংশ)
উনপঞ্চাশ বায়ু → (পাগলামি)
উলু খাগড়া → (নিরীহ প্রজা)
উলুবনে মুক্ত ছড়ানো → (অপাত্রে জ্ঞান)
এলাহি কান্ড → (রাজকীয় কান্ড কারখানা)
এসপার কি ওসপার → (যে কোন রকম একটা মীমাংসা)
এক ডিলে দুই পাখি মারা → (এক কাজের মাধ্যমে একাধিক স্বার্থ সিদ্ধি করা)
এক গোয়ালের গরু → (একই স্বভাবযুক্ত)
রাই কুড়িয়ে বেল- (ক্ষুদ্র থেকে বড়)
পরের ধনে পোদারি → (পরের অর্থ নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করা)
হাতেনাতে → (কাজের মধ্যে)
কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন → (যোগ্যতাহীনের প্রশংসাসূচক নামকরণ)

পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ি → (গরিবের বিলাসিতার শখ)
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া → (মোটাই কষ্ট সহ্য করতে না পারা)
তিন নকলে আসল খাস্তা → (ক্রমাগত হাত বদলানোতে বিশুদ্ধতার হানি)
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ → (উভয় সঙ্কট)
গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না → (গুণীর আদর স্বদেশে নাই)
ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখনি → (স্বার্থ দেখা, স্বার্থোদ্ধারের জন্য বিপদ উপেক্ষা করা)
কলির সন্ধ্যা → (দৌরাত্যের শুরু)
কেষ্ট বিষ্ট → (মাথা, গণ্যমান্য)
রুই কাতলা → (বড় দুর্নীতিবাজ)
চাঁদের হাট → (প্রিয়জনের সমাগমে সরগরম)
ভাগের মা গঙ্গা পায় না → (ভাগাভাগির কাজ সিদ্ধ হয় না)
মাথা ঠেকানো → (প্রণাম করা)
ভরাডুবির মুষ্টিলাভ → (সব হারাবার পর সামান্য যা থাকে)
লম্বা দেওয়া → (পালিয়ে যাওয়া)
গদাই লস্করী চাল → (আলসেমি)
ভানুমতির খেলা → (কেরামতি)
কান পাতলা → (সব কথাতে যার বিশ্বাস)
দক্ষ যজ্ঞ → (লভ-ভন্ড ব্যাপার)
ধরাকে সরা জ্ঞান করা → (অতি অহঙ্কারী হওয়া)
কালনেমির লঙ্কাভাগ → (কার্যসিদ্ধির আগে ফলের প্রত্যাশা)
রাহুর দশা → (দুঃসময়)
যেমন বুনো ওল, তেমন বাঘা তেঁতুল → (তুল্যরূপ তীব্র)
কচ্ছপের কামড় → (কিছুর জন্যে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকা)
কথায় চিড়ে ভেজে না → (কথায় চাতুরী দিয়ে সব কাজ হাসিল হয় না)
কলকাঠি নাড়া → (কুপরামর্শ দেওয়া)
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে → (দুঃখের উপলক্ষটি আলোচনা করে আরো দুঃখ দেওয়া)
কেল-v ফতে করা → (কঠিন কাজে সফল হওয়া)
গোদের উপর বিষফোঁড়া → (দুঃখের ওপর আরো দুঃখ)
গভীর জলের মাছ → (ধুরন্ধর শয়তান লোক)

ঘরের শত্রু বিভীষণ → (অন্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনজন যখন শত্রু হয়)

ঘাটে এসে নৌকো ডোবা → (শেষকালে এসে আশা নিষ্ফল হওয়া)

জুতো সেলাই থেকে চম্ভীপাঠ → (সব রকমের ঝামেলা পোহানো)

জোঁকের মুখে নুন → (উচিত কথা বলে উদ্ধত ব্যক্তিকে চুপ করানো)

তাল গাছের শেষ তিন হাত → (দুরূহ কাজের শেষাংশে)

তিলকে তাল করা → (তুচ্ছ ব্যাপারকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা)

তেলা মাথায় তেল দেওয়া → (খোশামোদ করা)

দিনকে রাত করা → (অতি বড় মিথ্যে বলা)

দিনে ডাকাতি → (বিরটভাবে ঠকানো)

দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা → (কৃত্রিম লোককে না বুঝে উপকার করা)

ধরি মাছ না ছুঁই পানি → (কোন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থেকেও আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে স্বার্থসিদ্ধি করা)

ধান ভানতে শিবের গীত → (অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা)

নাকের বদলে নরুণ → (যা প্রাপ্য, তার চেয়ে ঢের কম পাওয়া)

নিজের পায়ে কুড়াল মারা → (নিজের ক্ষতি নিজে করা)

বক ধার্মিক → (ভন্ড তপস্বী)

বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি → (যে দুই পক্ষেই বন্ধু)

বাড়া ভাতেই ছাই দেওয়া → (কাউকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা)

বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা → (যার যা পাওয়ার যোগ্যতা নেই, তার তা-ই পাওয়া)

ভাঙ্গে তবু মচকায় না → (কোন ব্যাপারে বিপন্ন হলেও বিব্রত ভাব না দেখানো)

মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প → (কোন ব্যাপারে অতি অভিজ্ঞ লোককে সে সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা)

মাছের তেলে মাছ ভাজা → (যার জিনিস তা দিয়েই তার প্রয়োজন মেটানো)

মাটিতে পা না পড়া → (অহঙ্কার করা)

লাখ কথার এক কথা → (অতি মূল্যবান কথা)

লাভের গুড় পিঁপড়ে খায় → (সামান্য লাভ করতে গিয়ে অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া)

লেজে-গোবরে হওয়া → (নাজেহাল হওয়া)

খাঁদা নাকে তিলক → (অশোভন সাজসজ্জা)

গোলক ধাঁধা → (জটিল)

ঘরে আগুন দেওয়া → (বিবাদের সৃষ্টি করা)

চড় মেরে গড় দান → (অপমানের পর সম্মান দেখানো)
চোরের মায়ের কান্না → (যে গোপন ব্যথা কাউকে জানান যায়
জিলিপির প্যাঁচ → (কুটিল বুদ্ধি)
তাল পাতার সেপাই → (কঙ্কালসার দেহ)
তুবড়ি ছোট্টা → (বেশি কথা বলা)
তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠা → (ক্রোধের বশে অত্যন্ত উত্তেজিত হ
বামন হয়ে চাঁদে হাত → (অসম্ভব আশা পোষণ করা)
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত → (অকস্মাৎ বিপদে পড়া)
কুল কাঠের অঙ্গার → (তীব্র জ্বালা)
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল → (পাওয়ার আগে ভোগের আয়োজ
নিজের কোলে ঝোল টানা → (স্বার্থপর হওয়া)
কপোত বৃত্তি → (সদ্য আহরণ করে বাঁচতে হয় এমন)
কলকে পাওয়া → (পাত্তা পাওয়া)
কলা দেখান → (ফাঁকি দেওয়া)
কাছা আলগা → (অসাবধান)
কাঙালের ঘোড়া রোগ → (দরিদ্রের সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়বহুল সাধ
গণেশ উল্টান → (ব্যবসা তুলে দেওয়া)
গাছে না উঠতেই এক কাঁদি → (কাজের আগেই ফল প্রত্যাশা
গোদা পায়ে আলতা → (অশোভন সাজ)
ছুঁচোর কেতন → (নিরন্তর কলহ)
ঝকঝকির মাশুল → (বোকাঝকির দণ্ড)
তুড়ি দিয়ে ওড়ান → (অতি সহজে পরাজিত করা)
দুখে ভাতে থাকা → (সচ্চল অবস্থায় বাস করা)
পেটে খেলে পিঠে সয় → (লাভের জন্য কষ্ট করা যায়)
মৌচাকে ঢিল → (বিপজ্জনক স্থানে আঘাত করা)
রাজা উজির মারা → (বড় বড় কথা বলা)
শক্তের ভক্ত নরমের যম → (সবলের প্রতি বিনীত থাকে এবং
অত্যাচার করে এমন ব্যক্তি)
সরস্বতীর বর পুত্র → (বিদ্বান লোক)

সবে ধন নীলমনি → (একমাত্র সম্বল)

সাত পাঁচ → (বিবিধ)

হরিষে বিষাদ → (আনন্দের মধ্যে দুঃখ)

হাল ছাড়িয়া দেওয়া → (হতাশ হওয়া)

হাতে বেড়ি পড়া → (গ্রেফতার হওয়া)

হাড় কালি হওয়া → (অতিশয় দুঃখ ভোগ করা)